চাইল্ড লাইন ১০৯৮ রাত ও দিন

চাইল্ড লাইন ধর্মনগর

দেওয়ানপাশা, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা ।

ফোন - ১০৯৮/৮১১৯০৩৭১০৯

email-childlinedharmanagar@gmail.com

POCSO / পক্সো

শিশুদের যৌন নির্যাতন থেকে সুরক্ষার আইন ২০১২, এই আইন অনুসারে ১৮ বছরের নিচে যে কোনো শিশুদের উপর যৌন নির্যাতন, যৌন হেনস্তা ও অশ্লীল ছবি বানানো হলে অপরাধীদের জন্য একটি বিশেষ ধরনের বিচারালয়ের ব্যবস্থা করা আছে। ২০১২ সালে আমাদের দেশে এই আইন পাশ হয়। এই আইনে বিভিন্ন ধরনের অপরাধের জন্য অপরাধীদের আলাদা আলাদা শাস্তি, যা শুধুমাত্র বিচারলয়ই নিধারন করে দেয়।

এই আইনের বৈশিষ্ট্য :- যৌন হয়রানির স্বীকার শিশুদের জন্য যে সকল ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে সেগুলি হল - ১) শিশুটির যখন জবানবন্দী নেওয়া হবে তখন তার বাড়ীতেই নিতে হবে বা তার পছন্দমত জায়গায় নিতে হবে। আর এই মামলায় প্রাধান্য দিতে হবে মহিলা পুলিশ আধিকারিককে যার নূন্যতম পদ হতে হবে "সাব ইন্সপেক্টর"।

২) যে কোনো কারনে শিশুকে রাতে থানায় নেওয়া যাবে না।

৩) জবানবন্দি নেওয়ার সময় পুলিশ অফিসার, পুলিশের পোষাক পরে থাকতে পারবে না।

৪) শিশুটির কথা শুনে শিশুটির জাবনবন্দি লিপিবদ্ধ করতে হবে। শিশুর কাছ থেকে লিখিত অভিযোগ নেওয়া যাবে না।

৫) শিশুটির অভিযোগ নেওয়ার সময় যদি প্রয়োজন হয় তাহলে শিশুটির সাহায্যকারী হিসাবে দো-ভাষীর সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

৬) শারীরিক ভাবে অক্ষম কোনো শিশুর অভিযোগ নেওয়ার সময় পরিবারের কেউ বা বিশেষ প্রশিক্ষন প্রাপ্ত শিক্ষা সহায়ক এর সাহায্য নিতে হবে।

৭) চিকিৎসাকালীন পরীক্ষা যখন নেওয়া হবে তখন শিশুর মা-বাবার সামনে বা এমন কেউ শিশুর বিশ্বাস যোগ্য ব্যক্তির সামনে নিতে হবে।

৮) যদি নির্যাতিতা মেয়ে হয় তাহলে চিকিৎসাকালীন পরীক্ষার সময় মেয়ে চিকিৎসক থাকা আবশ্যক।

৯) বিচার চলাকালীন সময়ে শিশুটিকে বিশ্রাম এর ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

১০) কোনো উত্তেজনামূলক প্রশ্ন শিশুটিকে করা যাবে না।

১১) বিচার চলাকালীন সময়ে নির্যাতিত শিশুর নাম গোপন রাখতে হবে।

১২) এই ধরনের খবর কোনো প্রচার মাধ্যম বিশেষ আদালতের আদেশ ছাড়া প্রকাশ করতে পারবে না।

১৩) বিশেষ জুভেনাইল পুলিশ দল ২৪ ঘন্টার ভিতরে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটিকে পুরো ঘটনা জানাতে হবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী যত্ন ও সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

১৪) এই আইনানুসারে শিশুর কোনো আঘাত বা গুরতর ক্ষতি হয়ে থাকলে তৎক্ষনাৎ সেই শিশুটির ক্ষতিপূরন এর ব্যবস্থা নিতে হবে।

১৫) অপরাধ ঘটার ৩০ দিনের মধ্যে অপরাধীর বিরুদ্ধে শিশুর কাছে যা প্রমান পত্র আছে তা আদালতে নথিভুক্ত করাতে হবে।

এই আইনে অপরাধীদের শাস্তি এবং জরিমানা নিম্নে বর্নিত হল -

অপরাধ	নূন্যতম শাস্তি	সর্বাধিক শাস্তি
১) অন্তস্পর্শী যৌন হামলা	৭ বছর	যাবৎ জীবন/জরিমানা
২) কুপিত অন্তস্পর্শী যৌন হামলা	১০ বছর	যাবৎ জীবন/জরিমানা
৩) যৌন হামলা	৩ বছর	৫ বছর/জরিমানা
৪) কুপিত যৌন হামলা	৫ বছর	৭ বছর
৫) যৌন হয় রানি	৩ বছর	৩ বছর/জরিমানা
৬) শিশুকে অশ্লীল কাজের জন্য ব্যবহার করা	৫ বছর/জরিমানা	৭ বছর/জরিমানা

চাইল্ড লাইন ১০৯৮
চাইল্ড লাইন ধর্মনগর
দেওয়ানপাশা, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা।
ফোন - ১০৯৮/৮১১৯০৩৭১০৯
email-childlinedharmanagar@gmail.com

Child Rights / শিশুর অধিকার

১৯৮৯ সালে সম্মিলিতি জাতিপুঞ্জের সম্মেলনেতে (UNCRC) শিশুদের প্রধানত চারটি অধিকার ঠিক করা হয়। এগুলি হল :-

১) বেঁচে থাকার অধিকার - এই অধিকার এর মধ্যে সরকার প্রতিটি শিশুকে জন্মের প্রমান পত্র, নাগরিকত্ব, তপশীলি জাতি উপজাতি প্রমান পত্র, স্বাস্থ্য এবং সুস্থ্য জীবনের সমান সুযোগ সুবিধা দিতে হবে।

২) উন্নয়ন/উন্নতির অধিকার :- এই অধিকারে সরকার প্রত্যেক শিশুকে শারিরীক বিকাশ। মানসিক বিকাশ, সামাজিক বিকাশ এবং শিক্ষার সমান সুযোগ সুবিধা প্রদান করতে হবে।

৩) অংশগ্রহনের অধিকার :- সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় কর্মসুচীতে প্রত্যেক শিশুদেরকে অংশগ্রহন এর সুযোগ করে দিতে হবে। সেখানে অংশ গ্রহন করার পর নিজে যাতে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে তার ব্যবস্থাও করে দিতে হবে।

৪) সুরক্ষার অধিকার :- শিশুরা যাতে বাল্য বিবাহ, শিশু শ্রমিক, শারিরিক নির্যাতন, মানসিক নির্যাতন, যৌন নির্যাতন, প্রাকৃতিক দূর্যোগ, যেমন-ভূমিকম্প, সুনামী ইত্যাদি থেকে যাতে সুরক্ষিত থাকে সরকারকে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

Child Labour / শিশু শ্রম

শিশু শ্রম (নিষিদ্ধ করন এবং বিধিপ্রনয়ন) আইন ১৯৮৬ সালে আমাদের দেশে পাশ হয়। আমরা জানি ০-১৮ বছর-বয়স এর প্রত্যেককে শিশু বলা হয়। কিন্তু শিশু শ্রম আইন অনুসারে ৬-১৪ বছর বয়স অব্দি পয়সার বিনিময়ে কাজ করানো অবৈধ। ১৪-১৮ বছর বয়সের শিশুদের কাজ করানো যায়, তবে তার জন্য কিছু নিয়মনীতি বা শর্ত মানতে হবে। এই শর্তগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হয় :-

১) কোনো শিশুর যদি বাবা না থাকেন বা বাবা মা উভয়ই আছেন কিন্তু পারিবারিক অবস্থা খুব করুন বা উপার্জনশীল কেউ নেই, তখনই পয়সার বিনিময়ে কাজ করানো যাবে।

২) ঐ বয়সের শিশুকে ৩ঘন্টা কাজ করানোর আগে ১ ঘন্টা বিশ্রাম দিতে হবে।

৩) একদিনে ৬ ঘন্টার বেশী কাজ করানো যাবে না।

৪) সকালবেলা ৮ ঘটিকার আগে এবং রাতে ৭ ঘটিকার পর কাজ করানো যাবে না।

৫) এক জায়গায় একদিন কাজ করলে ওইদিন অন্য কোনো জায়গায় ঐ শিশুকে দিয়ে কাজ করানো যাবে না।

৬) সপ্তাহে একদিন ছুটি দিতে হবে।

৭) শিশুকে দিয়ে কোন বিপদজনক বা ঝুকিপূর্ণ জায়গাতে (ইট বাট্টা, কারখানা) কাজ করানো নিষিদ্ধ।

চাইল্ড লাইন ১০৯৮
চাইল্ড লাইন ধর্মনগর
দেওয়ানপাশা, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা।
ফোন - ১০৯৮/৮১১৯০৩৭১০৯
email-childlinedharmanagar@gmail.com

Child Marraige / বাল্য বিবাহ

বাল্য বিবাহ সম্পর্কে আমরা সবাই জানি, তথাপিও বাল্যবিবাহ আমাদের দেশে অহরহ ঘটে যাচ্ছে। আমরা দেখার পরও চুপ হয়ে থাকছি বা বাল্যবিবাহ সংগঠিত হতে মদত দিচ্ছি। বাল্যবিবাহ হল শিশুদের কাছে অভিশাপের সমান। বাল্যবিবাহের ফলে অনেক জীবন নষ্ট হয়ে যায়। তাই ভারত সরকার ২০০৬ সালে বাল্য বিবাহের উপরে একটি আইন প্রনয়ন করেন। এই আইনানুসারে যদি কোনো মেয়ের ১৮ বছর পূর্ণ না হয় এবং কোনো ছেলের বয়স যদি ২১ বছর পূর্ণ না হয়, তখন বিবাহ হলে তাকে বাল্য বিবাহ হিসাবে ধরা হয়। এই আইনানুসারে দেশের প্রতিটি রাজ্যে Child Marraige Prohibition Officer হিসাবে জেলাস্তরে, মহকুমাস্তরে, পৌরসভাস্তরে এক পঞ্চায়েত স্তরে নির্দিষ্ট আধিকারিক থাকেন। আমাদের রাজ্যে বিশেষ করে মহকুমা স্তরে মহকুমা শাসক এই দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

এই আইনের মূখ্য উদ্দেশ্য :-

১) ১৮ বছর পূর্ণ না হলে মেয়েরা সাধারনত শারিরিক ভাবে পূর্ণ হয় না এবং মা হবারও যোগ্য হয় না। তাই ঐ সময়ে মা হলে সুস্থ শিশু জন্ম নেয় না এবং মায়ের জীবনটা ও ধ্বংস হয়ে যায়।

২) বিবাহের পর নতুন পরিবারে গিয়ে পরিবার পরিচালনা করার ক্ষমতা সাধারণত: হয় না।

৩) শারীরিক ও মানসিকভাবে জ্ঞান সম্পন্ন না থাকার কারনে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পরবর্তী সময়ে গার্হস্থ্য হিংসা দেখা দেয়। আত্মহত্যা থেকে শুরু করে স্বামী-স্ত্রী আলাদা হয়ে যায় এবং পরিবারের অনেকটি জীবন ধ্বংসের মুখে চলে যায়।

এই আইনের অধীনে শাস্তি সমূহ :-

১) এই আইনের ৯ নং ধারা অনুসারে কোনো ছেলে ১৮ বছরের উপরে হয় এবং ২১ বছরের নীচে তখন বিবাহ করলে ২ বছরের জেল ১ লক্ষ টাকা জরিমানা বা উভয়ই হতে পারে।

২) এই আইনের ১০ নং ধারানুসারে কোনো বিবাহ সামাজিক হউক বা নিজের ইচ্ছা মতো কোনো ভাবে যদি প্রমান হয় তা বাল্য বিবাহ তাহলে ১ লক্ষ টাকা জরিমানা ও ২ বছরের জেল হবে।

৩) যদি কোনো শিশু বিবাহ করতে চায় তাহলে যে কেউ বাধা দিতে পারে সে পরিবারের মা, বাবা হউক আর যে কোনো ব্যক্তি হউক। জানার পরও যদি কেউ বাধা না দেয় বা সাহায্য করে তাহলে ঐ ব্যক্তির ২ বছরের জেল ও ১ লক্ষ টাকার জরিমানা হবে।

৪) এই আইনের সাথে সাযুয্য রেখে ২০১৭ সালের অক্টোবর মাসে সুপ্রিম কোট নতুন একটি আইন প্রণয়ন করে। যদি কোনো মেয়ের বিয়ে ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে হয়ে থাকে এবং মেয়ের ইচ্ছাতে যদি স্বামী তার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক ও যৌন সম্পর্ক করে তাহলে তা ও ধর্ষন হিসাবে ধরা হবে। তার জন্য স্বামীর জেল ও জরিমানা হবে।

চাইল্ড লাইন ১০৯৮ রাত ও দিন

চাইল্ড লাইন ধর্মনগর

দেওয়ানপাশা, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা ।

ফোন - ১০৯৮/৮১১৯০৩৭১০৯

email-childlinedharmanagar@gmail.com

Child Rights / শিশুর অধিকার

১৯৮৯ সালে সম্মিলিতি জাতিপুঞ্জের সম্মেলনেতে (UNCRC) শিশুদের প্রধানত চারটি অধিকার ঠিক করা হয় । এগুলি হল :-

১) বেঁচে থাকার অধিকার - এই অধিকার এর মধ্যে সরকার প্রতিটি শিশুকে জন্মের প্রমান পত্র, নাগরিকত্ব, তপশীলি জাতি উপজাতি প্রমান পত্র, স্বাস্থ্য এবং সুস্থ্য জীবনের সমান সুযোগ সুবিধা দিতে হবে ।

২) উন্নয়ন/উন্নতির অধিকার :- এই অধিকারে সরকার প্রত্যেক শিশুকে শারিরীক বিকাশ । মানসিক বিকাশ, সামাজিক বিকাশ এবং শিক্ষার সমান সুযোগ সুবিধা প্রদান করতে হবে ।

৩) অংশগ্রহনের অধিকার :- সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় কর্মসুচীতে প্রত্যেক শিশুদেরকে অংশগ্রহন এর সুযোগ করে দিতে হবে । সেখানে অংশ গ্রহন করার পর নিজে যাতে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে তার ব্যবস্থাও করে দিতে হবে ।

৪) সুরক্ষার অধিকার :- শিশুরা যাতে বাল্য বিবাহ, শিশু শ্রমিক, শারিরিক নির্যাতন, মানসিক নির্যাতন, যৌন নির্যাতন, প্রাকৃতিক দূর্যোগ, যেমন-ভূমিকম্প, সুনামী ইত্যাদি থেকে যাতে সুরক্ষিত থাকে সরকারকে তার ব্যবস্থা করতে হবে ।

Child Labour / শিশু শ্রম

শিশু শ্রম (নিষিদ্ধ করন এবং বিধিপ্রনয়ন) আইন ১৯৮৬ সালে আমাদের দেশে পাশ হয় । আমরা জানি ০-১৮ বছর-বয়স এর প্রত্যেককে শিশু বলা হয় । কিন্তু শিশু শ্রম আইন অনুসারে ৬-১৪ বছর বয়স অব্দি পয়সার বিনিময়ে কাজ করানো অবৈধ । ১৪-১৮ বছর বয়সের শিশুদের কাজ করানো যায়, তবে তার জন্য কিছু নিয়মনীতি বা শর্ত মানতে হবে । এই শর্তগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হয় :-

১) কোনো শিশুর যদি বাবা না থাকেন বা বাবা মা উভয়ই আছেন কিন্তু পারিবারিক অবস্থা খুব করুন বা উপার্জনশীল কেউ নেই, তখনই পয়সার বিনিময়ে কাজ করানো যাবে ।

২) ঐ বয়সের শিশুকে ৩ঘন্টা কাজ করানোর আগে ১ ঘন্টা বিশ্রাম দিতে হবে ।

৩) একদিনে ৬ ঘন্টার বেশী কাজ করানো যাবে না ।

৪) সকালবেলা ৮ ঘটিকার আগে এবং রাতে ৭ ঘটিকার পর কাজ করানো যাবে না ।

৫) এক জায়গায় একদিন কাজ করলে ওইদিন অন্য কোনো জায়গায় ঐ শিশুকে দিয়ে কাজ করানো যাবে না ।

৬) সপ্তাহে একদিন ছুটি দিতে হবে ।

৭) শিশুকে দিয়ে কোন বিপদজনক বা যুকিপূর্ণ জায়গাতে (ইট বাট্টা, কারখানা) কাজ করানো নিষিদ্ধ ।

চাইল্ড লাইন ১০৯৮
রাত ও দিন

সংকটাপন্ন এবং বিপদগ্রস্থ শিশুদের সাহায্যের জন্য ১০৯৮ নম্বরে ফোন করুন যখন দেখবেন-

* কোন শিশু অসুস্থ বা একাকী।
* কোন শিশুর আশ্রয় ও সুরক্ষার প্রয়োজন।
* কোন শিশুকে পেটানো হচ্ছে বা খারাপ ব্যবহার করা হচ্ছে।
* কোন শিশুকে তার কাজের মজুরী দিতে অস্বীকার করা হচ্ছে।
* রাস্তায় বা বাড়িতে কোন শিশুর উপর উৎপীড়ন চলছে।
* কোন শিশুর বিয়ের প্রস্তাব চলছে।
* কোন শিশুর পাচারের সম্ভাবনা রয়েছে।
* কোন নবজাতক পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে।
* কোন শিশু বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে।
* কোন শিশু হারিয়ে গেছে।
* কোন শিশু শারিরীক বা মানসিক ভাবে অক্ষম।

চাইল্ড লাইন ধর্মনগর
দেওয়ানপাশা, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা।
email-childlinedharmanagar@gmail.com

চাইল্ড লাইন ১০৯৮
রাত ও দিন

কিছু নম্বর জীবনের ধারা বদলে দেয়

সংকটাপন্ন এবং
বিপদগ্রস্থ শিশুদের জন্য জরুরী
সাহায্য প্রদানকারী একটি
নিঃশুল্ক টেলিফোন পরিষেবা।

এটি ভারত সরকারের নারী এবং
শিশু উন্নয়ন মন্ত্রকের একটি প্রকল্প

চাইল্ড লাইন ১০৯৮ কি ?

চাইল্ড লাইন ১০৯৮ হচ্ছে সংকটাপন্ন এবং বিপদগ্রস্থ শিশুদের (০-১৮ বৎসর) জন্য জরুরী পরিষেবা প্রদানকারী একটি জাতীয় টেলিফোন নম্বর যা ২৪ ঘন্টা কাজ করে এবং শিশুদের দীর্ঘস্থায়ী পরিষেবার সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেয়।

শিশুদের জন্য ২৪ ঘন্টা উন্মুক্ত নিঃশুল্ক জরুরী টেলিফোন পরিষেবা

* এই নম্বরটি সকল শিশু এবং বয়স্কদের (শিশু সমস্যার সঙ্গে যুক্ত) জন্য উন্মুক্ত। এই নম্বরে ফোন করলে কোন প্রকার দাম দিতে হয় না।
* চব্বিশ ঘন্টা ধরে এই নম্বর কাজ করে। এমনি অন্যান্য পরিষেবা যখন বন্ধু থাকে, তখনও এটি কাজ করে।
* প্রয়োজনের সময় নিকটস্থ টেলিফোন বা মোবাইল থেকে যেকোন শিশু/ব্যাক্তি ১০৯৮ নম্বরে ফোন করে বা চাইল্ড লাইন অফিসে গিয়ে চাইল্ড লাইন থেকে সাহায্য চাইতে পারে।
* যোগাযোগের সঙ্গে সঙ্গে চাইল্ডলাইন সমস্যাগ্রস্ত শিশুটির সাহায্যের জন্য জরুরী ভিত্তিতে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে।
* জরুরি বিষয়টা মেটানোর পর চাইল্ডলাইন বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে শিশুটির দীর্ঘস্থায়ী পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে।

চাইল্ড লাইন ১০৯৮ কি ?

সংকটাপন্ন এবং বিপদগ্রস্থ সমস্ত শিশু (০-১৮ বৎসর) যাদের যত্ন এবং সুরক্ষার প্রয়োজন আছে, তাদের সাহায্যের জন্য চাইল্ডলাইন সর্বদা প্রস্তুত।

* পথশিশু যারা রাস্তাতেই বাস করে।
* অসংগঠিত ক্ষেত্রে যেসব শিশুশ্রমিক কাজ করে।
* গৃহ পরিচারক/পরিচারিকা হিসাবে কাজ করছে।
* এমন শিশু যে বিদ্যালয়, বাড়িঘর, সরকারী ও বেসরকারী সংগঠন বা অন্য কোথাও শারীরিক/মানসিক/যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে।
* হারিয়ে যাওয়া শিশু।
* পালিয়ে যাওয়া শিশু।
* পাচারকৃত/পাচারের সম্ভাবনাময় শিশু।
* বিয়ের প্রস্তাব চলছে এমন শিশু।
* আবেগীয় সহায়তা এবং পরামর্শ প্রদানের প্রয়োজন আছে এমন শিশু।
* শারীরিক এবং মানসিক ভাবে অক্ষম শিশু।

চাইল্ড লাইন ১০৯৮ কি ?

* প্রাথমিক চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান।
* আশ্রয় পেতে সাহায্য করা।
* উদ্ধার করা।
* পুনর্বাসন করানো।
* স্পনসরশিপ পাওয়াতে সাহায্য করা।
* হারিয়ে যাওয়া শিশুকে খুঁজে বের করা।
* পালিয়ে যাওয়া শিশুকে ফিরিয়ে আনা।
* আইনি পরিষেবার সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া।